সংবাদ

তারিখ 27 SEP 2012

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মালিকানা বিরোধ সনদ বাণিজ্য স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অসহায় শিক্ষা প্রশাসন

রাকিব উদ্দিন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা বিরোধ, সনদ বাণিজ্য, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অসহায় হয়ে পড়ছে শিক্ষা প্রশাসন। বারবার আলটিমেটাম দিয়ে ৭/৮টি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকানা বিরোধ ও দুর্নীতির লাগাম টানতে অপারগ হয়ে রীতিমতো চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাবাদীদের প্রতিষ্ঠা করা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে অনুপ্রবেশ করছে সাবেক ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতারা। তারা ক্ষমতার জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব অনাচার ও দুর্নীতিকে বৈধতা দিচ্ছে। শিক্ষা প্রশাসনের প্রধান দুই সংস্থা মূল ব্যক্তিরা রাজনৈতিক ও দলীয়ভাবে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হলেও দুর্নীতিগ্রস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের কাছে তারা যেন একেবারেই অন্তঃসারহীন। তবে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মালিকানা বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে উভয় পক্ষ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানায়, বেসরকারি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মালিকরা নিজেদের মতো করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে, আর শিক্ষা প্রশাসন নিরুপায় হয়ে তা অবলোকন করছে মাত্র। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধারণা, অতীতে কোন সরকারের আমলেই

মালিকানা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

মালিকানা : বিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লাগামহীন সনদ বাণিজ্যে মেতে উঠতে পারেনি। শিক্ষামন্ত্রী মাঝে মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান ঘোষণা দিলেও মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পরাক্রমশালী ব্যক্তিরাও সনদ ব্যবসায়ীদের তদবিরের চাপে নতজানু হয়ে পড়ছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে বলেন, আমরা এখন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি না। কারণ কেউ আইন মানছে না। সরকারও তা অনুসরণে কাউকে বাধ্য করতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা যেভাবে চাচ্ছে, সেভাবেই তাদের সহায়তা করা হচ্ছে। ইউজিসি সূত্র জানায়, দুর্নীতি, সনদ বাণিজ্য ও স্বেচ্ছাচারিতার শীর্ষে আছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি, নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি। মালিকানা বিরোধ হাস্যকর রূপ নিয়েছে প্রাইম ইউনিভার্সিটিতে। এছাড়া মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ইবাইস ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দু'দফা আলটিমেটাম দিয়েছিল সরকার। গত ২১ মে সরকারের আলটিমেটাম শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মালিকানা বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন। বাকি ২টি প্রতিষ্ঠান সরকারের আলটিমেটাম আমলেই নিচ্ছে না। মালিকানা দ্বন্দ্ব নিরসন না হওয়ায় বিতর্কিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের অধীনে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েও তা কার্যকর করতে অপারগ সরকার। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ও ইবাইস ইউনিভার্সিটির মালিকদের বিরোধ নিয়ে উভয় সংকটে পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কারণ এশিয়ানের মালিকানা নিয়ে আপন ভাইদের মধ্যে বিরোধ চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দুই ভাইয়ের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নাকাল এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেককে সনদ ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাষ্ট্রপতির (চ্যান্সেলর) কাছে আবেদন করেছেন তার ভাই হারুন মিয়া। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চ্যান্সেলর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিলেও প্রভাবশালীদের তদবিরের চাপে তা করতে পারছে না মন্ত্রণালয়।

অন্যদিকে ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন, তার ভাই (হারুন মিয়া) সন্ত্রাসী, নেশাখোর ও প্রতারক। স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের চেষ্টা করছে। এদিকে ইবাইস ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন জাকারিয়া লিন্ডন। গত বছরের শেষের দিকে তাকে জোরপূর্বক সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি দখলে নেয় তারই ভাই কাওসার হোসেন এবং পারটেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এমএ হাসেমের ছেলে শওকত আজিজ রাসেল। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি অবৈধ কর্তৃপক্ষের দখলে। তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন নির্দেশনাকে আমলেই নিচ্ছেন না।

প্রাইম ইউনিভার্সিটির মালিকরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে রাজধানীর মিরপুর ও উত্তরায় ক্যাম্পাস পরিচালনা করছেন। এর মধ্যে ইউজিসি বলছে, মিরপুরের ক্যাম্পাসই বৈধ। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, দুটি ক্যাম্পাসই সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন। এর মধ্যে সম্প্রতি উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে মিরপুরের ক্যাম্পাস অবৈধ এবং উত্তরার ক্যাম্পাস বৈধ। জানা যায়, ২০০০ সালে রাজধানীর বনানীতে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা হয়। এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন এমপি মকবুল হোসেন। পরবর্তীতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি থেকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেয় তৎকালীন এমপি নাসির উদ্দিন আহম্মেদ পিন্টু। পরে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মকবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলদারিত্ব পেতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধ নিরসনে উভয়পক্ষকে তাগাদাপত্র দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান কর্তৃপক্ষ এবং আওয়ামী লীগ নেতা মকবুল হোসেনের মধ্যে আপস-মীমাংসা হয়েছে। এতে করে এখন থেকে প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান সভাপতি ডা. মুহাম্মদ শহীদুল কাদির পাটোয়ারী ও সহসভাপতি ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল মালিক এবং তারাই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন।